শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়
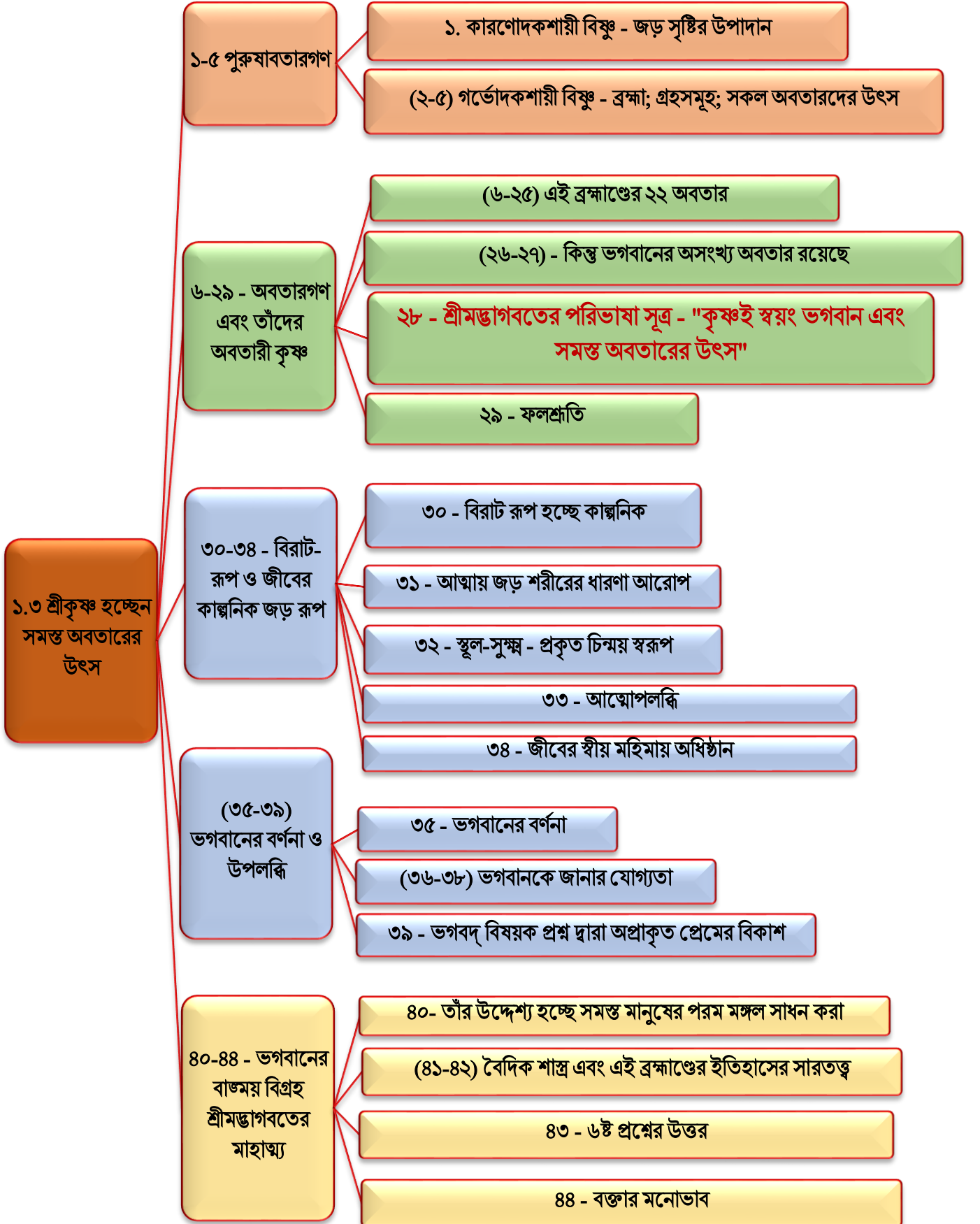
১-৫ পুরুষাবতারগণ

সূত্রঃ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (১.২.৩০-৩৩) সূত গোস্বামী পুরুষাবতারদের সম্বন্ধে বর্ণনার মাধ্যমে ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। এখন তিনি এই অধ্যায়ে (১-৫) শ্লোকে আরও অধিক বিস্তার করছেন।

১.৩.১ – কারণোদকশায়ী বিষ্ণুঃ

সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক, পুরুষ-অবতারে বিরাট রূপে নিজেকে প্রকাশ। তাতে বর্তমান রয়েছে,

- মহত্তত্ত্ব,
- অহঙ্কার,
- পঞ্চতন্মাত্র, (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ)
- ষোড়শ পদার্থ – একাদশ ইন্দ্রিয় + পঞ্চমহাভূত (ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ)।

❊ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "পুরুষাবতারঃ জড় পদার্থ ও জড় সৃষ্টির কারন"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **সৃষ্টির কারণ** – নিত্যবদ্ধ জীবেদের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে এই সৃষ্টি এবং ধ্বংস সাধিত হয়। নিত্যবদ্ধ জীবেদের স্বতন্ত্রতা বোধ বা অহঙ্কার রয়েছে, যার ফলে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই ভোগ করার ক্ষমতা তাদের নেই।
- **এই জড়জগতে জীবকে দুটি সুযোগ দেয়া হয়েছে –**
  - **ভক্তিঃ** নিজের স্বরূপ অবগত হওয়া।
    - ❖ যাঁরা ভক্তির সুযোগটি গ্রহণ করে তাঁরা মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।
  - **ভোগঃ** জড় পদার্থ ভোগ,
    - ❖ এই জীবেরা প্রলয়ের পর মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। আবার যখন সৃষ্টি হয় তখন মহত্তত্ত্ব থেকে জেগে ওঠে।
- **জড় জগতের সৃষ্টিঃ** মহত্তত্ত্ব অনেকটা নির্মল আকাশে মেঘের মতো। চিন্ময় জগতের সর্বত্রই ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত এবং সেখানে সব কিছুই চিন্ময় জ্যোতিতে উজ্জ্বল। **অন্তহীন বিরাট চিদাকাশের এক কোণে মহত্তত্ত্ব এসে জড়ো হয়, এবং যে অংশ মহত্তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে তাকে বলা হয় জড় জগত।** মহত্তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত এই অংশটি সমগ্র চিন্ময় জগতের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, অথচ সেই মহত্তত্ত্বের ভিতরেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলির উৎপত্তি হয় কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু থেকে, যিনি কেবলমাত্র জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এই জড় জগতকে সক্রিয় করেন।
- **তথ্যঃ** (গৌড়ীয়-ভাষ্য)

যদ্যপি সর্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মারূপে তিঁহো জগৎ-আধার॥
প্রকৃতি-সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ॥ (চৈ.চ. মধ্য ৫.৮৫-৮৬)

১.৩.২ – গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুঃ

কারণোদকশায়ী বিষ্ণু → গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু → পদ্ম → ব্রহ্মা

❊ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "তাঁর থেকে ব্রহ্মার প্রকাশ"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- কারণ ব্যতীত কোন কিছুই কার্যকরী হয় না। তাই এই সমুদ্রটির নাম 'কারণ-সমুদ্র' দেওয়া হয়েছে।
- ভগবান – পিতা; প্রকৃতি - মাতা।
- **দৃষ্টান্ত ১ -** যেমন পুরুষের সংযোগ ব্যতিরেকে কোন স্ত্রী সন্তান উপাদন করতে পারে না, ঠিক তেমনই ভগবানের শক্তি ছাড়াও জড়া প্রকৃতির কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই।
- **দৃষ্টান্ত ২ – অজাগলস্তন-ন্যায় -** ছাগলের গলায় গলস্তন দেখতে যদিও স্তনের মতো, কিন্তু তা থেকে যেমন কখনও দুধ পাওয়া যায় না, তেমনই জড় পদার্থ থেকে কোন কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। (আরও তথ্য চৈ.চ. আদি ৫.৬১)

তিনটি রূপে পুরুষাবতারের প্রকাশ হয় – (১-৫ শ্লোকের তাৎপর্য থেকে সংকলিত)।

- **কারণোদকশায়ী বিষ্ণু** – প্রথম পুরুষ।
  - মহত্তত্ত্ব আদি সমস্ত জড় উপাদানগুলি সৃষ্টি করেন।
  - সমস্ত জড়াপ্রকৃতির পরমাত্মা।
  - স্বীয় স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রভাবে চিদাকাশের এক অংশে শয়ন করেন, এইভাবে তিনি কারণ-সমুদ্রে শায়িত হন এবং সেখান থেকে জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করেন।
- **গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু** - দ্বিতীয় পুরুষ।
  - প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের (সমষ্টি জীবের) পরমাত্মা,
  - কেবল অন্ধকার এবং শূন্য ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ তাঁর স্বেদবিন্দুর দ্বারা পূর্ণ করে সেই জলে শয়ন করলেন। এই জলকে বলা হয় গর্ভোদক।
  - তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম বিকশিত হয়, সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম, তাই তিনিই পদ্মনাভ।
  - বেদে গর্ভস্তুতি মন্ত্রে তাঁর মহিমা কীর্তিত হয়েছে, যার শুরুতে ভগবানের সহস্র মস্তকাদির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
  - গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতারদের উৎস।
- **ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু** – তৃতীয় পুরুষ
  - নির্জীব জড় বা ব্যষ্টি সজীব সমস্ত বস্তুরই পরমাত্মা।
  - ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা।
  - লীলাবতারদের উৎস।

- **তথ্যঃ (গৌড়ীয়-ভাষ্য)**

সর্ব অবতার বীজ, জগত্-কারণ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম॥

সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ-ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥ (চৈ.চ. মধ্য ৫.১০১-১০৩)

📖 ১.৩.৩ – বিরাট পুরুষের অপ্রাকৃত স্থিতি –

সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের বিরাট শরীরে অবস্থিত, কিন্তু তিনি স্বয়ং পরা-প্রকৃতিতে অবস্থিত ।

❋ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "বিশ্বরূপের বর্ণনা"

✍ তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

✍ **বিরাট রূপ কাদের জন্য? -** বিশেষ করে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের জন্য, যাদের পক্ষে ভগবানের দিব্য স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।

✍ **কিন্তু কেন?** - তারা মনে করে যে, রূপ মানে হচ্ছে প্রাকৃত জগতের কোনও বস্তু। তাই প্রারম্ভিক স্তরে অদ্বয় তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিপরীত ধারণার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে তারা ভগবানের শক্তি বিস্তারের ধ্যানে মনকে নিবদ্ধ করতে পারে।

✍ গর্ভোদশায়ীর বিরাট্ আকাররূপ প্রপঞ্চ নবীন উপাসকদের মনঃস্থৈর্যের উদ্দেশ্যে কল্পিত। বিরাট্‌রূপ ভগবানের বাস্তব অঙ্গ নয়। -বিবৃতি (গৌড়ীয়-ভাষ্য)

✍ **তথ্যঃ (গৌড়ীয়-ভাষ্য)**

হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, জগৎকারণ।
যাঁর অংশ করি' করে বিরাট্-কল্পন॥ (চৈ.চ. মধ্য ৫.১০৬)

📖 ১.৩.৪ – ভগবানের এই রূপ দর্শনের যোগ্যতা –

- ★ ভক্তরা তাঁদের **বিজ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা** পরম চমৎকার অসংখ্য হস্ত-পদ-মুখ পুরুষের দিব্য রূপ দর্শন করেন।
- ★ **সেই রূপের বর্ণনাঃ** সেই শরীরে অসংখ্য মস্তক, কর্ণ, চক্ষু এবং নাসিকা রয়েছে। সেগুলি অসংখ্য মুকুট, উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং মালিকার দ্বারা শোভিত।

✍ তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

✍ **ইন্দ্রিয়শুদ্ধি আবশ্যকঃ** আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করতে পারি না। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ হয়, তখন ভগবান স্বয়ং আমাদের কাছে প্রকাশিত হন।

✍ *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন ....*

✍ **জড় চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন বনাম অভিজ্ঞতাঃ** এই জড় জগতেও আমরা আমাদের চক্ষুর দ্বারা সব সময় সব কিছু দর্শন করতে পারি না; অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু দর্শন করে থাকি। জড় বিষয়েই যদি আমাদের এইভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, তা হলে চিন্ময় বিষয়ের ব্যাপারে তা আরও বেশি করে প্রয়োজন।

✍ **তথ্যঃ (গৌড়ীয়-ভাষ্য)**

সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন।
সহস্র চরণ হস্ত, সহস্র নয়ন॥ (চৈ.চ. মধ্য ৫.১০০)

✍ শ্রীমদ্ভাগবত ৩.৮.৩০ এবং ৯.১৪.২ নং শ্লোকে গর্ভোদকশায়ীর নিত্যরূপের কথা বর্ণিত আছে।

📖 ১.৩.৫ –

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু অসংখ্য অবতারদের -

- ★ উৎস (নিধানম্)
- ★ অবিশ্বনর বীজ (বীজমব্যয়ম্)।

✍ তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

✍ **গুণাবতার** – ৩ প্রকার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

✍ **শ্রীবিষ্ণু** – বিষ্ণুতত্ত্ব (পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন)।

✍ **শিব** – শিবতত্ত্ব (পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের মধ্যবর্তী তটস্থা অবস্থায় রয়েছেন)।

- ▪ বিষ্ণু – দুধ; শিব – দই। (দই দুধ ছাড়া আর কিছু নয়, তবুও তা দুধ নয়)।
- ▪ তিনি সাধারন জীব নন, ভগবানের অংশ।

✍ **ব্রহ্মা** – জীবতত্ত্ব (সব চাইতে পূণ্যবান জীব অথবা ভগবানের কোনও মহান ভক্ত সৃষ্টিকার্য সাধন করার জন্য ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন এবং তাঁকে বলা হয় ব্রহ্মা)।

- ▪ তাঁর শক্তি অনেকটা মণি-মাণিক্যে প্রতিফলিত সূর্য-কিরণের মতো ।
- ▪ যখন ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করার মতো কোন জীব থাকে না, তখন ভগবান নিজেই ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করেন ।

✍ **মন্বন্তরাবতার** - ব্রহ্মার ১ দিনে – ১৪ জন মনুর আবির্ভাব হয় (আমাদের ৪,৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর)।

- ★ ১ মাসে – ৪২০ জন,
- ★ ১ বছরে – ৫,০৪০ জন,
- ★ ১০০ বছরে – ৫,০৪,০০০ জন। (ব্রহ্মার জীবনকাল)।

✍ **যুগাবতার** – ৪টি যুগের অবতারদের গায়ের রঙ -

- ★ সত্য – শ্বেত।
- ★ ত্রেতা – রক্ত।
- ★ দ্বাপর -শ্যাম। (শ্রীকৃষ্ণ)।
- ★ কলি – পীত। (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)।

✍ **শক্ত্যাবেশ অবতার** – অসংখ্য।

- ★ অবতার – প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট।
- ★ বিভুতি – পরোক্ষভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট । (ভগবদ্গীতা ১০ম অধ্যায়।)

✍ **তথ্যঃ (গৌড়ীয়-ভাষ্য)**

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ৫.৯৬-১০২ দ্রষ্টব্য।

'নানাবতার' -

ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ-অবতার, আর গুণ-অবতার॥
শক্ত্যাবেশ-অবতার—তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার—পুরুষ মৎসাদিক যত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশ—সনকাদি, পৃথু, ব্যাস মুনি॥
(চৈ.চ. আদি ১.৬৫-৬৭)

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥
(চৈ.চ. আদি ২০.২৪৫-২৪৬)

পুরুষাবতার – ৩ প্রকার। কারণার্ণব, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদকশায়ী।

গুণাবতার – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিবিধ।
লীলাবতার – মৎস ইত্যাদি।
মন্বন্তরাবতার – চতুর্দশ সংখ্যক; যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্-সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু।
যুগাবতার – চতুর্বিধ; শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত।

শক্ত্যাবেশাবতার – পৃথু, ব্যাস, পরশুরাম, বুদ্ধ।

(৬-২৯) অবতারগণ এবং তাঁদের অবতারী কৃষ্ণ

*** এখানে প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি শব্দ নির্দেশমাত্র অপেক্ষায় বলা হয়েছে। (১.৩.৬-২৫)

অবতার		লীলা	শিক্ষা বা তাৎপর্যের বিশেষ দিক	তথ্য (গৌড়ীয় ভাষ্য)
৬	চারকুমার (সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার)	ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন।	কঠোর নিয়ম-কানুন পালন করে তপস্যা শুরু করার আগে তাঁরা সকলেই সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন । এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, কেবল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করলে তবেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় এবং তারপরই কেবল ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব ।	শ্রী.ভা. ৩য় স্কন্ধ ১২ অধ্যায়ে তাঁদের জন্মকথা উল্লেখ আছে।
৭	বরাহ	পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।	পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে কোন কিছুই করা অসম্ভব নয় এবং যদিও তিনি একটি শূকররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, তথাপি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের দ্বারা আরাধিত হয়ে পরম দিব্য অবস্থায় অবস্থান করেন ।	শ্রী.ভা. ৩য় স্কন্ধ ১৮ অধ্যায়ে বরাহদেবের কথা আছে।
৮	নারদ	বেদের যে সমস্ত বর্ণনা ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে জীবকে অনুপ্রাণিত করে, তিনি সেগুলি সংকলন করেছিলেন	তিনি মূর্খ সকাম কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, কিভাবে প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায়। জড়জগতের রোগগ্রস্ত মানুষদের শিক্ষা দেন যে, কিভাবে জীব তার বর্তমান বৃত্তি অনুসারে পারমার্থিক জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হতে পারে। (দৃষ্টান্তঃ রোগের কারণ এবং রোগ নিরাময়ের ঔষধ একই দ্রব্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে।)	তাঁর পূর্ব বৃত্তান্ত শ্রী.ভা. ১ম স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।
৯	নর-নারায়ণ ঋষি (পিতামাতা – ধর্ম ও মূর্তি)।	ইন্দ্রিয় সংযমের আদর্শ প্রদর্শন করার জন্য কঠোর তপস্যা করেন।	আমাদের শিক্ষা দান করার জন্য ভগবান স্বয়ং আচরণ করেছেন । আত্ম-বিস্মৃত জীবেদের প্রতি ভগবান অত্যন্ত কৃপালু । তাই সমস্ত বদ্ধ জীবদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি প্রদান করেন এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তানদের তাঁর প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। উদাহরণঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণ।	তাঁদের বৃত্তান্ত কালিকাপুরাণ (৩০শ অধ্যায়) প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে।
১০	ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীকপিল	আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে সৃষ্টির উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে সাংখ্য দর্শন প্রদান করেন	'সাংখ্য' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ''যা অত্যন্ত সরলভাবে জড় উপাদানগুলি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে।''	তাঁর কথা শ্রী.ভা ৩য় স্কন্ধ ২৪-৩৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।
১১	দত্তাত্রেয় (পিতামাতা – অত্রি ও অনসূয়া)।	অলর্ক, প্রহ্লাদ এবং অন্য অনেককে পারমার্থিক জ্ঞান দান করেছিলেন	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পতিব্রতা পত্নীর কথা প্রসঙ্গে দত্তাত্রেয়রূপে ভগবানের আবির্ভাবের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুর অবতার হলেও দত্তাত্রেয়ের মত বৈষ্ণবমত নয় । তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় স্বতন্ত্র মত প্রবর্তন করেন। (গৌড়ীয় ভাষ্য) ।	ব্রহ্মাণ্ড, আদিত্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ (১৫-১৯ অধ্যায়)।
১২	যজ্ঞ (পিতামাতা- প্রজাপতি রুচি তাঁর পত্নী আকূতি)	স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে পালন করেছিলেন। তাঁর পুত্র যাম আদি দেবতারা তাঁকে সেই কার্যে সাহায্য করেছিলেন।	এই জড় জগতের পরিচালনা করার অতি উচ্চ পদগুলি দান করা হয় অতি পুণ্যবান জীবদের। যখন সে রকম পুণ্যবান জীবের অভাব হয়, তখন ভগবান নিজেই ব্রহ্মা, প্রজাপতি, ইন্দ্র আদি রূপে আবির্ভূত হন এবং পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।	শ্রী.ভা ৪র্থ স্কন্ধ ১ম অধ্যায়।
১৩	মহারাজ ঋষভদেব (পিতামাতা - মহারাজ নাভি ও তাঁর পত্নী মেরুদেবী)	এই অবতারে ভগবান পরমহংসগণ কর্তৃক অবলম্ব্য পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন।	'তপশ্চর্যা' কথাটির অর্থ হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কষ্ট স্বীকার করা এবং জড় সুখভোগ থেকে বিরত হওয়া। যারা জড় সুখভোগ থেকে বিরত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের বলা হয় 'ধীর' অর্থাৎ যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিচলিত হন না। এই ধরনের ধীররাই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁরা ধীরে ধীরে পরমহংস স্তরে	শ্রী.ভা ৫ম স্কন্ধ ৩-৬ অধ্যায়ে আছে।

			উন্নীত হতে পারেন, যে স্তর সমাজের সমস্ত মানুষের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকে।	
১৪	মহারাজ পৃথু	এই পৃথিবীর ওষধীসমূহকে দোহন করেছিলেন	রাজসিংহাসন অধিকার করার পরিবর্তে ঋষিরা ভগবানকে অবতরণ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। যথার্থ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা অথবা বিচক্ষণ ব্রাহ্মণেরা কখনও রাজনৈতিক পদ প্রাপ্ত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না।	শ্রী.ভা ৪র্থ স্কন্ধ, ১৫-২৩ অধ্যায়ে আছে।
১৫	মৎস (চাক্ষুষ মন্বন্তরে)	মহাপ্লাবন কালে বৈবস্বত মনুকে একটি নৌকার উপর রেখে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।	প্রত্যেক মনুর অবসানে প্রলয়...	শ্রী.ভা ৮ম স্কন্ধ, ২৪শ অধ্যায়ে আছে। শ্রীহরিবংশে ও তার টীকাতেও এই সব বৃত্তান্ত আছে।
১৬	কূর্ম	পৃষ্ঠে মন্দরাচল পর্বতকে ধারণ করে সমুদ্র-মন্থনকারী দেবতা এবং দানবদের সহায়তা করেছিলেন।		কূর্ম পুরানের প্রারম্ভে বর্ণিত।
১৭	ধন্বন্তরিরূপে	সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত ভাণ্ড নিয়ে উদিত হয়েছিলেন।		এই দুই অবতারের কথা শ্রী.ভা ৮ম স্কন্ধ, ৮ম-৯ম অধ্যায়ে আছে।
১৭	মোহিনী	অসুরদের সম্মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন		
১৮	নৃসিংহ	নখের দ্বারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সুদৃঢ় শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন। দৃষ্টান্তঃ ঠিক যেভাবে একজন সূত্রধর এরকা তৃণ বিদীর্ণ করে।	এরকা শব্দের উর্ধ গ্রন্থিহীন (নির্গ্রন্থি) তৃণবিশেষ। (সারার্থ দর্শিনী)	শ্রী.ভা ৮ম স্কন্ধ, ৮ম-১০ অধ্যায়ে আছে।
১৯	বামন	দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থানে গমন করে যদিও তিনি দেবতাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ত্রিভুবন অধিকার করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি কেবল ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন	সর্বশক্তিমান ভগবান ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যাক্তিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সার্বভৌমত্ব দান করতে পারেন এবং তেমনই তিনি ইচ্ছা করলে ছোট্ট একখণ্ড ভূমি ভিক্ষা করার অছিলায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য ছিনিয়ে নিতে পারেন।	শ্রী.ভা ৮ম স্কন্ধ, ১৭-২৩শ অধ্যায়ে আছে।
২০	ভৃগুপতিরূপে (পরশুরাম)	ক্ষত্রিয় রাজাদের দেব-দ্বিজ বিদ্বেষী দেখে তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন	ক্ষত্রিয় বা সমাজের পরিচালকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ বা তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের নির্দেশ অনুসারে পৃথিবীকে পরিচালনা করা ।	শ্রী.ভা ৯ম স্কন্ধ, ১৫ম-১৬শ অধ্যায়ে আছে।
২১	ব্যাসদেব (পিতামাতা - পরাশর মুনি ও পত্নী সত্যবতী)	মানবকুলের ভিতর বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা দর্শন করে তিনি তাদের কল্যাণের জন্য বেদবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিলেন	এই যুগের অত্যন্ত কলুষিত প্রভাবের ফলে তথাকথিত ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষেরা এবং উচ্চবর্ণের মানুষেরাও উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন নয়। তাদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু, অর্থাৎ দ্বিজ-কুলোদ্ভূত হলেও দ্বিজগুণসম্পন্ন নয়।	মহাভারত আদি পর্বে ৬২ অধ্যায়ে প্রাপ্তব্য।
২২	শ্রীরামচন্দ্র	দেবতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি সেতুবন্ধন তথা রাবণ-বধ আদি কার্য সম্পাদন করে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন ।	আধুনিক বিজ্ঞান – বস্তুর ভারহীনতা কখনও কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবান – সৃষ্টির সর্বত্র বিরাট সমস্ত গ্রহগুলিকে ভারহীন করে মহাশূন্যে ভাসিয়ে রেখেছেন। মহাসাগরের বুকে স্তম্ভহীন প্রস্তরসেতু নির্মাণ করেছিলেন । সেটিই হচ্ছে ভগবানের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ।	শ্রী.ভা ৯ম স্কন্ধ, ১০-১১শ অধ্যায়ে আছে।
২৩	বলরাম ও কৃষ্ণ	পৃথিবীর ভার গ্রহণ করেছিলেন।	'ভগবান' → বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের মুখ্য রূপ এই অধ্যায়ের শুরু থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি-শ্রীকৃষ্ণ পুরুষের অবতার নন, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী পরমেশ্বর ভগবান এবং বলরাম হচ্ছেন তাঁর প্রথম অংশ-প্রকাশ।	শ্রী.ভা ১০ম স্কন্ধে বিবৃত।

| ২৪ | বুদ্ধ | ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকদের সম্মোহিত করেন | ** **বুদ্ধদেবের দয়া** - তিনি নাস্তিকদের আস্তিকে পরিণত করেছিলেন।
** **পশুঘাতী** - দু'রকমের **পশুঘাতী** রয়েছে। আত্মাকে কখনও কখনও 'পশু' অথবা জীব বলা হয়। তাই যারা পারমার্থিক জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা না করে আত্মঘাতী হয়, তারাও পশুঘাতী বা পশুঘ্ন।
** **বুদ্ধদেবের দর্শন** - 'প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ' বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু আসলে তা হচ্ছে নাস্তিকদের বিমোহিত করে ভগবন্মুখী করার একটি ব্যবস্থা।
** শ্রীমদ্ভাগবত রচনাকাল - প্রায় ৫০০০ বছর আগে
বুদ্ধদেব আবির্ভাবকাল - প্রায় ২৬০০ বছর আগে ।
এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে বুদ্ধদেবের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এমনই হচ্ছে এই অমল শাস্ত্রটির প্রামাণিকতা। তার ফলে শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যা প্রকৃতপক্ষে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব-এই চারটি দোষ থেকে মুক্ত। | দশাবতার বর্ণনে তাঁর উল্লেখ আছে।
জয়দেবের দশাবতারেও ৯ম শ্লোকে তাঁর কথা আছে । বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয় অংশের ১৭-১৮শ অধ্যায়ে বুদ্ধ মায়ামোহ-নামে অভিহিত । অগ্নি, বায়ু, স্কন্ধ, প্রভৃতি পুরাণেও তাঁর কথা আছে । আমরকোষে প্রথম অধ্যায়ে বুদ্ধের বিশেষ উল্লেখ আছে । আর বৌদ্ধ সাহিত্যে ললিত বিস্তরাদি গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। |
| ২৫ | কল্কি (যুগ সন্ধিকে) | নৃপতিরা তখন দস্যুপ্রায় হয়ে যাবে | পূর্বের বর্ণনা অনুসারে এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যথাসময়ে সত্য বলে প্রমাণিত হবে । সেটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতার পরিচায়ক । | শ্রী.ভা ১২শ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ে আছে। |

১.৩.২৬ – ভগবানের অবতার অসংখ্য –

বিশাল জলাশয় থেকে যেমন অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনই ভগবানের থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- ভগবানের অবতারদের চেনা যায় তাঁদের অলৌকিক কার্যকলাপের মাধ্যমে, যা অন্য কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় ।

তথ্য (গৌড়ীয় ভাষ্য) প্রাচীন কারিকাতে অবতারগণের সম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ আছে, তা –

- ★ নৃসিংহ, জামদগ্ন্য, কল্কি ও পুরুষ – ইঁহারা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশক অবতার।
- ★ নারদ, ব্যাস, বরাহ ও বুদ্ধ - ইঁহারা ধর্মসমূহের প্রকাশক অবতার।
- ★ রাম, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, পৃথু, বলরাম, মোহিনী, এবং বামন – ইঁহারা শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রধান।
- ★ দত্তাত্রেয়, মৎস, চতুঃসন ও কপিল - ইঁহারা জ্ঞানপ্রদর্শক অবতার।
- ★ নারায়ণ, নর, কূর্ম ও ঋষভ – ইঁহারা বৈরাগ্য প্রদর্শক অবতার।

(সূত্রঃ অবতারদের কথা বলে এখন পরবর্তী শ্লোকে বিভূতি সম্বন্ধে বলছেন।)

১.৩.২৭ – বিভূতি

সমস্ত ঋষি, মনু, দেবতা এবং মনুর বংশধরেরা যাঁরা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন, তাঁরাও হচ্ছেন ভগবানের অংশ ও কলা। প্রজাপতিরাও এই অংশ ও কলার অন্তর্গত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **বিভূতি** – তুলনামূলকভাবে কম শক্তিসম্পন্ন,
- **আবেশ অবতার** – অধিক শক্তিশালী।

১.৩.২৮ – শ্রীমদ্ভাগবতের পরিভাষা সূত্র

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

পুর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং । যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

❈ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষ ভগবান"

- **পরিভাষা সূত্র – যা একদেশে অবস্থান কোরে সমস্ত শাস্ত্রকে সর্বতোভাবে প্রকাশ করছে, তাই পরিভাষা সূত্র।** ঠিক যেভাবে গৃহের ভেতরে কোন প্রদীপ সমস্ত গৃহকেই আলোকিত করে । এবং এই পরিভাষা সূত্র একবারই পাঠ করা হয়, কিন্তু অভ্যাস সূত্রের মত বারবার পাঠ করা হয় না। অতএব মহারাজচক্রবর্তীর ন্যায় এই একটি মাত্র (কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং – এই পরিভাষা সূত্র) বাক্যই কোটি কোটি বচনসমূহকে শাসন করে থাকেন । এইজন্য আপাততঃ বিরুদ্ধ বলে প্রতীত সেই সকল বাক্যের ইহার আনুগত্যেই সেখানে সেখানে ব্যাখ্যা করিতে হবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- এই বিশেষ শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য অবতারদের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে।
- ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা সীমিত শক্তি প্রদর্শন করেন, কেন না সেই বিশেষ সময়ে ঠিক ততটুকু শক্তিই প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়।
  - **দৃষ্টান্তঃ** অবতারগণ → ছোট বৈদ্যুতিক বাতি
  - কৃষ্ণ → ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস

সেই পাওয়ার হাউসটি আরও অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়নামো' চালাতে পারে।

- ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ রূপ প্রদর্শন করেন।
- 'স্বয়ম্' → শ্রীকৃষ্ণের কোনও অবতারী নেই । এর মাধ্যমে পরম মঙ্গলময়ের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়েছে।
- **তথ্য (গৌড়ীয় ভাষ্য) –** শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ২য় পরিচ্ছেদ, আদি ৫ম পরিচ্ছেদ, মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদ, মধ্য ২০ শ পরিচ্ছেদ গীতা ৪.৭-৮ দ্রষ্টব্য।

১.৩.২৯ – ফলশ্রুতি

যে মানুষ মনোযোগ সহকারে ভগবানের রহস্যপূর্ণ প্রকট অর্থাৎ অবতরণের কথা সকাল এবং সন্ধ্যায় ভক্তিপূর্বক পাঠ করেন, তিনি জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **'বিমুক্ত'** – ভগবানের জন্ম এবং কর্ম দিব্য; তা না হলে কেবল তা পাঠ করার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হত না।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪.৯ – জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং ...

(৩০-৩৪) বিরাট-রূপ ও জীবের কাল্পনিক জড় রূপ

১.৩.৩০ – বিরাট রূপের ধারণা - কাল্পনিক

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন প্রাকৃত বা জড় রূপ নেই। জড় জগতে ভগবানের যে বিরাট রূপের ধারণা, তা কল্পনাপ্রসূত। তা কেবল ____ ভগবানের রূপ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করার জন্য।

- অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এবং
- নব্য ভক্তদের

❋ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "তাঁর বিরাট রূপ একটি কল্পনা"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে ভগবানের বিশ্বরূপ বা বিরাট রূপের উল্লেখ করা হয়নি, কেন না পূর্বোল্লিখিত ভগবানের সব কটি অবতারই হচ্ছেন অপ্রাকৃত। চিন্ময় রূপে জড়ের কোন সংস্রব নেই।

১.৩.৩১ – আত্মায় জড় শরীরের ধারণা আরোপ

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আত্মায় জড় শরীরের ধারণা আরোপ করে।
দৃষ্টান্তঃ বায়ুর দ্বারা বাহিত মেঘ এবং ধূলিকণাকে দেখে বলে যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বায়ু ধূলাচ্ছন্ন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- যারা তাদের বর্তমান জড় চক্ষু অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে দর্শন করতে চান, তাঁদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিরাট-রূপ নামক ভগবানের বাহ্যিক রূপের ধ্যান করতে। দৃষ্টান্তঃ গাড়িটির দ্বারা আরোহীর পরিচয় প্রদান।

১.৩.৩২ – স্থূল – সুক্ষ্ম রূপ – প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপ

স্থুলরূপ → সুক্ষ্মরূপ → জীবের স্বরূপ
এই স্থূল রূপের ধারণার উর্ধ্বে আরেকটি সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে। এই সুক্ষ্ম রূপ –

- কোন পরিণত রূপ নেই
- দেখা যায় না,
- শোনা যায় না,
- অপ্রকাশিত।

এই সূক্ষ্ম স্তরের উর্ধ্বে হচ্ছে জীবের স্বরূপ, তা না হলে সে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে পারত না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **বিরাট পুরুষের সূক্ষ্মরূপের উপলব্ধি -** স্থূল জগতকে যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট শরীর বলে অনুমান করা হয়, তেমনই তাঁর সূক্ষ্ম রূপের ধারণা রয়েছে, যা দেখা বা শোনা না গেলেও অথবা প্রকাশিত না হলেও উপলব্ধি করা যায়।
- কিন্তু এই সমস্ত সূক্ষ্ম অথবা স্থূল শরীরের ধারণা জীব-চেতনার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে সম্পর্কিত; স্থূল জড় রূপ এবং সূক্ষ্ম মানসিক অস্তিত্বের উর্ধ্বে জীবের স্বরূপ রয়েছে।

১.৩.৩৩ – আত্মোপলব্ধি

আত্মোপলব্ধির দ্বারা কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার কোন সম্পর্ক নেই (অর্থাৎ স্বরূপের সম্যক জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার এই কল্পিত রূপ নিরাকৃত হয়), তখন সে নিজেকে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে।

❋ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত ১ম শীর্ষক – "ভগবান ও জীব উভয়ই চিন্ময়"

❋ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত ২য় শীর্ষক – "আত্ম-উপলব্ধির অর্থ ভগবৎ দর্শন"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **আত্মোপলব্ধি এবং জড় ভ্রমের মধ্যে পার্থক্য** – আত্মার বাহ্য আবরণরূপ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে জড়া প্রকৃতি এবং ভ্রমাত্মক বলে জানা। এই আবরণের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান।
- **মুক্তি বা ভগবৎ-দর্শন** – পরমেশ্বর ভগবান কখনও এই জাতীয় আবরণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেটি স্থির নিশ্চিতরূপে জানার নামই হচ্ছে মুক্তি; অথবা ভগবৎ-দর্শন।
- **আত্মোপলব্ধি মানে** হচ্ছে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রয়োজনগুলির প্রতি উদাসীন হওয়া এবং আত্মার কার্যকলাপে নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া।
- **তা লাভের উপায়ঃ** আত্মোপলব্ধির এই পূর্ণ স্তর কখনও কৃত্রিম সাধনের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, তা লাভ হয় পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে।

১.৩.৩৪ – জীবের স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠান

ভগবানের কৃপায় –

- যখন মায়াশক্তির প্রভাব প্রশমিত হয় এবং
- জীব পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হন,

তখন তিনি –

- আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হন এবং
- স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত হন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- ভগবানের শক্তি - অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা।
- তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে তিনি এই যে কোন শক্তির মাধ্যমে যে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারেন। তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে বহিরঙ্গা শক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন।
  - **দৃষ্টান্তঃ** সুদক্ষ মিস্ত্রি বিদ্যুৎ-শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে তাপ উৎপাদন করতে পারে, আবার শীতলতাও উৎপাদন করতে পারে।

সারার্থ-দর্শিনীঃ

- **'সম্পন্ন এব'** – ভগবানের কৃপায় অবিদ্যারূপা মায়া উপরতা হলে জীব সম্পত্তিযুক্ত হয় অর্থাৎ শ্রীভগবানে মতিযুক্ত পুরুষই সমৃদ্ধিমান্ হয়, অন্যরা দারিদ্র্যই থাকেন।
- **অনুতথ্যঃ** চৈ.চ. আদি ১৩.১২৪ ও এর 'অনুভাষ্য' (ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কৃত)

(৩৫-৩৯) ভগবানের বর্ণনা ও উপলব্ধি

১.৩.৩৫ – ভগবানের বর্ণনা

বিদ্বানগণ কর্তৃক সেই প্রাকৃত জন্ম-কর্মরহিত ভগবানের অপ্রাকৃত জন্ম-কর্মের বর্ণন। তা বৈদিক শাস্ত্রেও অনাবিষ্কৃত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **ভগবানের কৃপাঃ** প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব এবং তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ সবই অত্যন্ত গোপনীয়, এমন কি বৈদিক শাস্ত্রেও সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু তবুও বদ্ধজীবের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান সেই সব লীলাবিলাস করেন।
- **ব্রহ্ম-ধ্যানের পন্থাঃ** আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনার যথার্থ সদ্ব্যবহার করা, যা হচ্ছে সবচাইতে সহজ এবং সুন্দরভাবে ব্রহ্মের ধ্যান করার পন্থা।

তথ্য (গৌড়ীয় ভাষ্য) –

- ভাঃ ১.৮.৩০, গীতা ৪.৯

১.৩.৩৬ – ভগবানের গুণাবলী

- ★ তাঁর চরিত্র সর্বদাই নির্মল এবং নিষ্কলঙ্ক,
- ★ ষড় ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর,
- ★ ষড় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর,
- ★ তিনি কোনভাবে প্রভাবিত না হয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন,
- ★ তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজ করেন,
- ★ তিনি সর্ব অবস্থাতেই সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **'অমোঘলীলঃ'** – তাঁর সৃষ্টিতে কোন কিছুই দুঃখদায়ক নয়। যারা তাঁর সৃষ্টিতে বিঘ্ন উৎপাদন করে তারাই কেবল দুঃখ ভোগ করে।
- **সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক** – এই জড় সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত অগভীর, ঠিক যেমন সুগন্ধী বস্তুর সংস্পর্শে না এসেই আমরা তার ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারি, অনেকটা সেই রকম। তাই সব রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অ-ভগবত্তত্ত্ব কখনো তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পারে না।

তথ্য (গৌড়ীয় ভাষ্য) –

- ভাঃ ১.৫.৬, গীতা ৪.১৪
- ষড়্গুণেশ –

১। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা।

২। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও চিন্তা এই ষড়্বর্গের অতীত।

৩। যিনি অপহত পাপমা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, অবিজিঘিৎস, ও অপিপাস (ছান্দোগ্য)

৪। অস্তি, জায়তে বর্দ্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি ইতি গুণবিকার লাভকারী জড়দ্রব্যের অধীশ্বর।

৫। ১১.১১.৩১ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী – ক্ষুৎ, পিপাস, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, এই ছয়টি যাঁর মাধ্যমে জিত হয়।

৬। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় গুণের অধীশ্বর।

১.৩.৩৭ – ভগবানকে জানার অযোগ্যতা

নটবৎ অভিনয়পরায়ণ পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ এবং লীলাবিলাসের অপ্রাকৃত স্বভাব **কারা** জানতে পারে না?

*বিকৃত মনোভাবাপন্ন মূর্খ মানুষেরা

কেন?

*তাদের জল্পনা-কল্পনার অথবা বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করার প্রয়াস।

❈ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "মানসিক জল্পনা-কল্পনায় তিনি অজ্ঞাত"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **'অবাঙ্-মনসগোচর'** – পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতির বর্ণনা কেউই যথাযথভাবে করতে পারে না।
- দু'রকমের জড়বাদী রয়েছে;

- **সকাম কর্মী** - পরম সত্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই।
- **জ্ঞানী দার্শনিক** - সকাম কর্মে ব্যর্থ হয়ে তাদের মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে জানবার চেষ্টা করে।

✎ এই উভয় শ্রেণীর লোকের কাছেই পরমতত্ত্ব রহস্যাবৃত, ঠিক যেমন একটি শিশুর কাছে যাদুকরের ভেলকিবাজি রহস্যাবৃত।

📖 ১.৩.৩৮ – ভগবানকে জানার যোগ্যতা

যাঁরা দুরন্তবীর্য রথচক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে __________, __________, এবং __________ সেবাপরায়ণ, তাঁরাই কেবল জগতের সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ মহিমা, শক্তি এবং দিব্য ভাব সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।

★ অনুকূলভাবে (অনুবৃত্ত্যা)

★ অহৈতুকী (অমায়য়া)

★ অপ্রতিহতা (সন্ততয়া)।

✎ তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

✎ ভগবানের সৃষ্টিতে সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ভগবানের সেবা করছেন।

✎ **অনুকূল ভাবযুক্ত সেবা** - ভগবানের ভক্ত। তাঁরা স্বতস্ফূর্তভাবে সব রকম আকাঙ্ক্ষ রহিত হয়ে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন।

✎ **প্রতিকূল-ভাবযুক্ত সেবা** - যারা ভগবানের মায়া-শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে পরোক্ষভাবে ভগবানের সেবা করছে।

✎ সারার্থ-দর্শিনীঃ

✎ **অমায়া** – চতুর্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে স্থুল ও সূক্ষ্ম শরীরে অস্মিতার উপলব্ধিতে যে ভোগপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তাই মায়া। এর বিপরীত অমায়া অর্থাৎ হরিসেবা ভক্তি।

✎ **সন্ততা** – নিষ্ঠা, নিরন্তরতা, অবিক্ষিপ্ত সাতত্য, অনবধান রাহিত্য, দ্বিতীয়াভিনিবেশ শূন্যতা।

✎ **অনুবৃত্তি** – আনুকূল্য, ভক্তিপ্রতিকূলভাব বর্জিত নিষ্ঠা। বিষয়ের পশ্চাতে আশ্রয়ের চেষ্টা বা শুদ্ধসেবা প্রবৃত্তি।

✎ **গৌড়ীয় ভাষ্যঃ** (সূত্রঃ পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কর্মী বা জ্ঞানী ভগবল্লীলা বুঝতে অসমর্থ, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত পরতত্ত্বের বিচিত্রবিলাস দর্শন করতে সমর্থ।)

📖 ১.৩.৩৯ – ভগবদ্ বিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা অপ্রাকৃত প্রেমের বিকাশ

ভগবদ্ বিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা –

★ এই জগতে সফল হওয়া যায়,

★ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়,

★ অপ্রাকৃত প্রেম বিকশিত করে,

★ এবং জন্ম-মৃত্যুর ভয়ানক আবর্ত থেকে জীবকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে।

✎ সারার্থ-দর্শিনীঃ

✎ **ভগবন্তঃ** – এখানে ভগবান্ শব্দের অর্থ সর্বজ্ঞ, 'যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা জানেন'।

(৪০-৪৪) ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য

📖 ১.৩.৪০ – ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ

এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে –

★ পরমেশ্বর ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ,

★ তা সংকলন করেছেন ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব,

★ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গল সাধন করা,

★ এটি সর্বতোভাবে সার্থক, পূর্ণ আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ,

✎ তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

✎ **ভাগবত পূজাঃ** শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তাই তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। আমরা যেভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করি, ঠিক সেইভাবেই আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করা উচিত।

✎ তা **যত্ন সহকারে** এবং **ধৈর্য সহকারে** পাঠ করার ফলে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের পরম আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, যদি তা গুরু-পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত সদ্ গুরুর কাছ থেকে লাভ করা যায়।

✎ **শ্রী ব্যক্তি-ভাগবতের কাছে গ্রন্থ ভাগবত পাঠঃ** চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সচিব শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী উপদেশ দিয়ে গেছেন, যাঁরা জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষী তাঁরা যেন অবশ্যই ব্যক্তি-ভাগবতের কাছে গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করেন।

✎ পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে যে পারমার্থিক লাভ হয়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেও সেই একই ফল লাভ করা যায়।

✎ **তথ্য (গৌড়ীয় ভাষ্য) -** এই শ্লোকের প্রথম চরণ ভাঃ ২.১.৮ শ্লোকেও দৃষ্ট হয়।

📖 ১.৩.৪১ – বৈদিক শাস্ত্র এবং ইতিহাসের সারতত্ত্ব

শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সারতত্ত্ব আহরণ করার পর সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের মুকুটমণিস্বরূপ তাঁর পুত্রকে তা দান করেছিলেন।

❋ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত ইতিহাসের সার"

✎ তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

✎ ১ম অনুচ্ছেদ - বৈদিক শাস্ত্র কাল্পনিক নয়।

✎ শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্ন লোকের ইতিহাস থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য বাছাই করে বর্ণিত হয়েছে। তাই সমস্ত মহাজনেরা তাকে মহাপুরাণ বলে স্বীকার করেছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেগুলি **বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভগবানের দিব্য লীলার সাথে যুক্ত**।

✎ এই ভাগবতকে দুধের সার-স্বরূপ ননীর সাথে তুলনা করা হয়। বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে দুধের সমুদ্রের মতো। ননী বা মাখন হচ্ছে দুধের সব চাইতে উপাদেয় সারাতিসার।

> চারি-বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
> মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥ (চৈ.ভা. মধ্য ২১.১৬)

✍ **পরম্পরাহীন পেশাদার পাঠকদের কাছ থেকে শ্রবণঃ** দুধ নিঃসন্দেহে অতি উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যকর, কিন্তু কোন সর্প যখন তা স্পর্শ করে তখন তা আর পুষ্টিকর আহারযোগ্য থাকে না; পক্ষান্তরে তা তখন ভয়ঙ্কর বিষে পরিণত হয়।

১.৩.৪২ – শুকদেবের ভাগবত বর্ণন

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী গঙ্গার তটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট এবং মহান ঋষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন।

❈ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "তা গ্রহণের পন্থা"**

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

✍ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যঃ ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্...........

✍ বহু পূর্বে শুকদেব গোস্বামীও সেই সত্যকেই প্রতিপন্ন করে গেছেন যে অন্তিম সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করতে হবে। সমস্ত পারমার্থিক কার্যকলাপের সেইটি হচ্ছে সারাতিসার। (অন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ ভা. ২.১.৬)

✍ **সারার্থ-দর্শিনীঃ**

✍ **প্রায়োপবিষ্ট** – ('প্রায়ঃ' অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত অনশন), সেইকাল পর্য্যন্ত যিনি উপবেশন করেছেন।

১.৩.৪৩ – ৬ষ্ট প্রশ্নের উত্তর

✍ ৬ষ্ট প্রশ্ন - শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানের পর ধর্ম কার শরণ গ্রহণ করেছে? - (১.১.২৩)

উত্তর - শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞান সহ নিজ ধামে গমন করলেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবৎ-দর্শনে অক্ষম মানুষেরা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।

❈ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ"**

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

✍ ধর্ম হচ্ছে ভগবানেরই প্রণীত আইন। ভগবান ছাড়া কেউই ধর্ম-তত্ত্ব স্থাপন করতে পারেন না। তিনি অথবা তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট উপযুক্ত প্রতিনিধিই কেবল ধর্মতত্ত্ব নির্দেশ করতে পারেন। প্রকৃত ধর্মের অর্থ হচ্ছে-ভগবানকে জানা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা জানা, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানা এবং এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর আমরা যে চরমে কোথায় যাব সে সম্বন্ধে জানা। (ধর্মং তু সাক্ষাদ ভগবদ্ প্রণীতং.........ভা. ৬.৩.১৯)

✍ **সারার্থ-দর্শিনীঃ**

✍ **নষ্টদৃক্** - লুপ্ত-জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের। এখানে 'দৃক্' পদের দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, তাদের দৃষ্টি সে এক দেশে অর্থাৎ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়েছে। এর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যত্ব বোঝানো হয়েছে। আরও –

★ **মথুরা** – উদয়াচল,

★ **প্রভাসক্ষেত্র** – অস্তাচল,

★ **শিষ্টগণ** – চক্রবাক পাখী (রাতে ক্রন্দন ও দিনে উল্লাস),

★ **দুষ্টগণ** – নীহার (শিশির),

★ **ভক্তগণ** – কমল-বন।

✍ **'পুরাণার্ক'** – এই শব্দে বোঝায় 'কৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তমিত হলে এই শ্রীভাগবত রূপ পুরাণসূর্য্য এখন উদিত হচ্ছেন।'

১.৩.৪৪ – বক্তার মনোভাব

(মহারাজ পরীক্ষিতের সমক্ষে) শুকদেব গোস্বামী যখন শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, তখন নিবিষ্ট চিত্তে আমি তা শ্রবণ করেছিলাম এবং তাই সেই মহান্ শক্তিশালী বিপ্রর্ষির কৃপায় আমি শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। এখন তাঁর কাছ থেকে আমি যা শুনেছিলাম, তা আমার উপলব্ধি অনুসারে আপনাদের শোনাতে চেষ্টা করব।

★ **'যথাধীতং যথামতি** - আমার উপলব্ধি অনুসারে'

★ **যথাধীতং** – অর্থাৎ শুকদেবের নিকট অধ্যয়ন-রূপ এই শাস্ত্র, কিন্তু স্বকোপল কল্পিত নহে।

★ **যথামতি** – অর্থাৎ নিজ বুদ্ধিতে যতখানি ধারন করতে পেরেছি, তাই আপনাদের নিকট কীর্তন করব। সমস অর্থজাত সেই শ্রীশুকদেবই জানেন – এই ভাব। (সারার্থ-দর্শিনী)

❈ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁর দুরূহতা"**

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

✍ এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান আহরণ করার রহস্য বর্ণিত হয়েছে।

✍ যারা কামাসক্ত মানুষের সঙ্গ করে, তারা কখনও শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত উপলব্ধির রহস্য।